বাংলাদেশঃ গুরুতর ত্রুটিযুক্ত বিচার প্রক্রিয়া এবং আপিলের পর দুই বিরোধী দলীয় নেতা আসন্ন মৃত্যুদন্ডের সম্মুখীন

২৭ অক্টোবর ২০১৫, ১৫:২০ সমন্বয়িত সার্বজনীন সময় (UTC)

দুই বিরোধী রাজনীতিবিদ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংঘটিত অপরাধের জন্য গুরুতর ত্রুটিযুক্ত বিচার প্রক্রিয়া এবং আপিলের সম্মুখীন হবার পর তারা আসন্ন মৃত্যুদন্ডের মুখোমুখি, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

২০১৩ সালে আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ও সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে দেশটির আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) দ্বারা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয় যা ন্যায্য বিচারের আন্তর্জাতিক মানদন্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

উভয়ের ক্ষেত্রেই এই বছরের যথাক্রমে জুন এবং জুলাই মাসে হওয়া আপিলের রায়েও তাদের আইসিটি দ্বারা দেয়া মৃত্যুদন্ডের রায় বহাল ছিল, এবং সরকারের ত্বরিত গতিতে আরো যুদ্ধাপরাধের আসামিদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার ইচ্ছা, উভয়ই এখন তাদের আপিল প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। জাতিসংঘ ইতোমধ্যেই এই বলে বিবৃতি দিয়েছে যে আইসিটি আন্তর্জাতিক ন্যায্য বিচারের মান পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এই দুজনেরই পর্যালোচনা পিটিশন, যা তাদের সর্বশেষ আপিলের শুনানি, হবে ২ নভেম্বর। যদি এই শুনানিতে তাদের মৃত্যুদন্ড বহাল থাকে তবে আর এই দণ্ড বদলানোর কোন আইনি উপায় থাকবে না।

তাদের বিচার ও আপিল প্রক্রিয়া পরিষ্কারভাবে ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং তারা যেহেতু এখন মৃত্যুদন্ডের মুখোমুখি সেহেতু ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত গর্ভপাত হয়তো শুধুমাত্র কয়েকটি দিনের অপেক্ষা।
ডেভিড গ্রিফিথস, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দক্ষিণ এশিয়ার গবেষণা পরিচালক।

“তাদের বিচার ও আপিল প্রক্রিয়া পরিষ্কারভাবে ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং তারা যেহেতু এখন মৃত্যুদন্ডের মুখোমুখি সেহেতু ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত গর্ভপাত হয়তো শুধুমাত্র কয়েকটি দিনের অপেক্ষা।” বলেছেন ডেভিড গ্রিফিথস, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দক্ষিণ এশিয়ার গবেষণা পরিচালক।

“স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংঘটিত অপরাধগুলো ছিল মারাত্মক ভয়ঙ্কর, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড শুধুইমাত্র সহিংসতাকে চিরস্থায়ী করে। ন্যায্য বিচারের অভাব মৃত্যুদন্ডের ব্যবহারকে আরো পীড়াদায়ক করে তোলে।”

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর আইনজীবীরা তার আপিলের শুনানিতে গুরুতর ত্রুটিগুলি তুলে ধরেন। উদাহরণস্বরূপ, সুপ্রীম কোর্ট "পিডব্লিউ -৬" হিসাবে পরিচিত একজন সাক্ষীর বিবৃতি খারিজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সাক্ষী আদালতের কাছে এটাও সুনিশ্চিত করে বলেছেন যে, তার বক্তব্য সমর্থন করতে পারে এমন একজন ব্যক্তি আর বেঁচে নেই, তিনি আসলে জীবিত ছিলেন এবং এমনকি প্রমাণস্বরূপ আদালতে একটি স্বাক্ষরিত হলফনামা দাখিল করেছিলেন।

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এর আপিলে সুপ্রিম কোর্ট বাদীপক্ষের দাবি যে তিনি তার অধস্তনদের মানবাধিকার লংঘন করতে প্ররোচিত করেছিলেন খারিজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যখন কোন অধস্তনকে শনাক্ত করা হয়নি অথবা কোন হলফনামা রেকর্ড করা হয়নি।

২০০৯ সালে আইসিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রায় সব রায় এসেছে বিরোধী দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে, প্রধানত জামায়াত-ই-ইসলামী দলের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে।

স্বাধীনতার পক্ষের বাহিনী দ্বারাও গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু কাউকে তদন্ত বা বিচারের আওতায় আনা হয়নি।
আজ পর্যন্ত, ১৪০ টি দেশ আইন করে বা প্রায়োগিকভাবে মৃত্যুদন্ড বিলোপ করেছে।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সব ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডের বিরোধিতা করে, অপরাধের প্রকৃতি ও পরিস্থিতি নির্বিশেষে; অপরাধবোধ, সরলতা অথবা ব্যক্তির পৃথক অন্য বৈশিষ্ট্য; বা রাষ্ট্র যে পদ্ধতি ব্যবহার করে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করে।

পটভূমিঃ

২০১০ সালে সরকার কর্তৃক আইসিটি গঠন করা হয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংঘটিত অপরাধের সাথে জড়িতদের বিচার করার জন্য। সেই সময়ে, স্বাধীনতাকামী বাহিনীর বিপক্ষে যুদ্ধ করা পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা গণহত্যা, ধর্ষণ এবং জোরপূর্বক দেশান্তর করানোর ঘটনা ঘটিয়েছিল করেছিল।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপকহারে মানাবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও তার বিচার করতে দায়ী ব্যক্তিদেরকে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকারের পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও, এই বিষয়ের উপর জোর দেয় যে অভিযুক্তর মৃত্যুদণ্ড ব্যতিরেকেই ন্যায্য বিচার পাওয়া উচিত।

আজ পর্যন্ত, ত্রুটিযুক্ত প্রমানের উপর ভিত্তি করে বিচার প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে, এবং দণ্ডিতদের মধ্যে কয়েকজনের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে।